ঐতিহাসিক মুজিবনগর সরকার গঠন দিবস আজ

ঐতিহাসিক মুজিবনগর সরকার গঠন দিবস আজ ১০ এপ্রিল। বাংলাদেশের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল দিন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন এ দিনে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠন করা হয়। এদিনই স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য মুক্তিবাহিনী সংগঠন ও সমন্বয়, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন আদায় এবং নয় মাসের যুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে এই বিপ্লবী সরকার। এটি ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির ওপর বর্বরোচিত হামলা চালায়। এরপর একই বছরের ১০ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্র রূপে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করা হয়।

এদিন পাকিস্তানের নির্বাচিত জাতীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যরা ভারতের পশ্চিমবঙ্গের একটি গোপন স্থানে মিলিত হয়ে প্রবাসী সরকার গঠন করেন। এতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতি এবং সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপতি (অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি) নির্বাচিত করা হয়। সৈয়দ নজরুল ইসলাম পরে তাজউদ্দিন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করেন।

মন্ত্রিসভার অন্য সদস্যরা হলেন, খন্দকার মোশতাক আহমদ (পররাষ্ট্র, আইন ও সংসদ), এম মনসুর আলী (অর্থ বাণিজ্য ও শিল্প) এবং এ এইচ এম কামারুজ্জামান (স্বরাষ্ট্র, সরবরাহ, ত্রাণ, পুনর্বাসন ও কৃষি)।

১০ এপ্রিল সরকার গঠনের পরে ১১ এপ্রিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে তাজউদ্দিন আহমদ একটি বেতার ভাষণ দেন। এতে তিনি দেশব্যাপী পরিচালিত প্রতিরোধ যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন। এ ছাড়া ১৭ এপ্রিল মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণের তারিখ নির্ধারিত হয়। মেহেরপুরের সীমান্তবর্তীর গ্রাম বৈদ্যনাথ তলায় হয় শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান।

শপথের পরেই তাজউদ্দিন আহমদ এ স্থানের নাম দেন মুজিবনগর।

পরবর্তী সময়ে প্রবাসী সরকার মুজিবনগর সরকার হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এদিকে ১৭ এপ্রিল মুজিব নগর সরকারের মন্ত্রীরা শপথ নিলেও ১৮ এপ্রিল মন্ত্রিপরিষদের প্রথম সভায় মন্ত্রীদের দপ্তর বণ্টন করা হয়।

মুজিবনগর সরকারের সফল নেতৃত্বে ৯ মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ বিজয় অর্জনের মধ্যদিয়ে স্বাধীনতা লাভ করে।

দর্শনায় বিএনপি’র ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে বিজয় মিছিল

সারা দেশের ন্যায় জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে সারাদেশে বিজয় র্যালীর আয়োজন করেছে বিএনপি। ছাত্র জনতার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে আওয়ামী ফ্যাসিবাদের পতন ঘটে। এই ঐতিহাসিক ঘটনার এক বছর পূর্তিতে দর্শনা থানা ও পৌর বিএনপি’র উদ্যোগে পৃথক পৃথক ভাবে ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে বিজয় মিছিল ও গণ-জমায়েত অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বিকাল সাড়ে ৩ টার দিকে দর্শনা ডাকবাংলা চত্বর থেকে দর্শনা পৌর বিএনপি’র অঙ্গসংগঠনের উদ্যোগে ২০২৪ -এর ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে গণ-জমায়েত ও বিজয় মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এ মিছিলটি দর্শনা শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে দর্শনা বাসস্ট্যান্ড চৌরাস্তার মোড়ে গণ-জামায়েত অনুষ্ঠিত হয়।

এ গণ-জমায়েতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, দর্শনা পৌর বিএনপি’র প্রধান সমন্বয়ক হাবিবুর রহমান বুলেট। এ সময় তিনি বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ধারাবাহিকতায় ৫ই আগষ্ট আওয়ামী ফ্যাসিবাদের পতন ঘটে। এই ঐতিহাসিক ঘটনার ১ বছর পূর্তিতে দলটি এ দিবসটিকে

বিজয়ের প্রতিক হিসেবে দেখছে। এ সময় আরও দর্শনা পৌর বিএনপি’র সমন্বয়ক শরিফ উদ্দীন, মমিনুল ইসলাম, শফিউল আজম তোতা, লুৎফর, আজিজুল হক, হারিজ উদ্দীন লাভলু, নাজিম আহমেদ, মোঃ ফেরদৌস আলম মন্টু, দর্শনা পৌর যুব দলের আহ্বায়ক মোঃ ফারুক হোসেন, দর্শনা থানা যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক, মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন (রিংকু), মিতুল, সুলতান, দর্শনা পৌর কৃষকদলের হাতেম আলী, রমিজ শাহরুল চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রদলের যুগ্মসাধারণ সম্পাদক, আলতাফ হোসেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি, জাকির হোসেন সামাউল, সোহেব আক্তার শাফায়েত জামান পাপ্পু, আসিফ হাসান।

অপর দিকে দর্শনা থানা বিএনপি’র উদ্যোগে ছাত্র জনতার ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে বিজয় র্যালী অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বিজয় র্যালীটি দর্শনা বাস স্ট্যান্ড চৌরাস্তার মোড় থেকে দর্শনা রেল বাজার মুক্ত মঞ্চে এসে শেষ হয়। পরে দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন দর্শনা থানা বিএনপি’র সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা খাজা আবুল হাসনাত। এ সময় বক্তব্য রাখেন, দর্শনা থানা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক সাবেক চেয়ারম্যান আহম্মেদ আলী, বেগমপুর ইউনিয়ন এর সাবেক সভাপতি শেখ আসলাম আলী, মদনা ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি আজিজুল হক, সাধারণ সম্পাদক শফিউল্লাহ শফি আরও নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অপর দিকে বিকেল সাড়ে ৫ টায় দর্শনা পৌর বিএনপি’র সমন্বয়ক আলহাজ্ব মশিউর রহমান এর নেতৃত্বে ছাত্র জনতার ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে গণ-জমায়েত ও বিজয় মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

ছাত্র-জনতার ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে মেহেরপুরে বিএনপি’র বিজয়

র্যালি

ছাত্র-জনতার ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে মেহেরপুরে জেলা বিএনপি’র বর্ণাঢ্য বিজয় র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেল ৫টার দিকে মেহেরপুর কলেজ মোড় থেকে র্যালিটি শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে কাথুলী মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। র্যালির নেতৃত্ব দেন জেলা বিএনপি’র সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।

এ সময় তিনি বলেন, আপনারা সবাই বিশ্বাস করেন, এই দেশের ১৮ কোটি মানুষ বিশ্বাস করে আমাদের প্রিয় নেতা, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান কবে দেশে ফিরবেন, সেই প্রতীক্ষায় সারা বাংলাদেশ অপেক্ষা করছে। আমরা আজকের এই ঐতিহাসিক দিনকে ‘দ্বিতীয় স্বাধীনতা’ দিবস বলি। সেই কারণেই আজকের এই বিজয়ের উচ্ছ্বাস, এই আনন্দ। এই আনন্দে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছেন, তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। আশা করি, আগামী দিনে আরও দ্বিগুণ সংখ্যক মানুষ নিয়ে আপনারা উপস্থিত হবেন ইনশাআল্লাহ।

তিনি আরো বলেন, যারা বাদ্যযন্ত্র নিয়ে ছিলেন, তাঁরাও যেন আগামীতে আরও উৎসাহ নিয়ে অংশগ্রহণ করেন। যেভাবে, যতটা সম্ভব, সকলে অংশ নেবেন এই প্রত্যাশায় আজকের এই পথসভা ও বিজয় র্যালির সমাপ্তি ঘোষণা করছি।

র্যালিতে অংশ নেন জেলা বিএনপি’র যুগ্ম আহ্বায়ক ফয়েজ মোহাম্মদ, সদস্য আলমগীর খান ছাতু, হাফিজুর রহমান হ্যাপি, ইলিয়াস হোসেন, আনছারুল হক, ওমর ফারুক লিটন, আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, মীর ফারুক হোসেনসহ দলের অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী। এছাড়াও বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে আগত বিএনপি’র নেতাকর্মীদের উপস্থিতি র্যালিকে প্রাণবন্ত করে তোলে।

বিজয় র্যালিকে ঘিরে পুরো শহরে এক উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত হয় চারপাশ। নেতাকর্মীদের হাতে ছিল ব্যানার-ফেস্টুন, আর ঢাক-ঢোলের তালে তালে এগিয়ে যায় বিজয়ের মিছিল।

দামুড়হুদায় বিএনপি’র উদ্যোগে ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে বিজয় র্যালি

দামুড়হুদায় উপজেলা বিএনপি, যুবদল, সেচ্ছাসেবক দল, ছাত্রদলসহ সহযোগী অঙ্গসংগঠনের উদ্যোগে ছাত্র জনতার ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে বিজয় র্যালি ও সংক্ষিপ্ত আলোচন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৫ টার সময় দামুড়হুদা ব্রীজ মোড় থেকে জাঁকজমকপূর্ণ ও উৎসবমূখর পরিবেশে প্রথমে বিজয় র্যালি বের হয় র্যালিটি উপজেলা শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে বাসস্ট্যান্ড হয়ে দামুড়হুদা চৌরাস্তা মোড়ে এসে শেষ হয়। পরবর্তীতে চৌরাস্তার মোড়ের অস্থায়ী মঞ্চে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি মনিরুজ্জামান মনিরের সভাপতিত্বে এসময় প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত থেকে ছাত্র জনতার ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থানের ১ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে গণ-অভ্যুত্থানের তাৎপর্য তুলে ধরে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন, দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু।

উপজেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক আবুল হাশেমের সঞ্চালনায় এসময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা বিএনপি’র সিনিয়ার সহ-সভাপতি আব্দুল ওয়াহেদ, উপজেলা বিএনপি’র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মন্টু মিয়া, উপজেলা মহিলা দলের সভানেত্রী সালমা জাহান পারুল, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান বাচ্চু, সদস্য সচিব মাহফুজুর রহমান মিল্টন, যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম, উপজেলা সেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক ইকরামুল হক, সদস্য সচিব জাকির হোসেন, উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক আফজালুল হক সবুজ, সদস্য সচিব কে ডি সুলতানসহ দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপিসহ বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থান উপলক্ষ্যে দামুড়হুদায় বিএনপির প্রস্তুতিসভা ও দোয়া

আগামী ৫ আগষ্ট ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থান পালনের প্রস্তুতিসভা ও দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুল রহিমের মৃত্যুতে দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দামুড়হুদা উপজেলার বিএনপির আয়াজনে গতকাল রবিবার বেলা ৪ টার দিকে দলীয় অস্থায়ী কার্যালয়ে এই প্রস্তুতি সভা ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুরা উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আব্দুল ওয়াহেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রস্তুতি সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপি সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মন্টু মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল হাশেম।

আরো উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আনছার আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক গোলাম কবির, জুড়ানপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইদ্রিস আলী, সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন, নতিপোতা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মাসুদ রানা, সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম, নাটুদহ ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি শামসুল আলম, সাধারণ সম্পাদক ওসমান গনি, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি শামসুল আলম, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক জুলফিকার আলি ভুট্টু, হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইউসুফ আলী, উপজেলা মহিলা দলের সভানেত্রী ছালমা জাহান পারুল, সদস্য সচিব বেবি খাতুন, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মাহাবুবুর রহমান বাচ্চু, সদস্য সচিব মাহফুজুর রহমান মিল্টন, কৃষক দলের যুগ্ন-আহ্বায়ক মতিন, স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক ইকরামুল হক, সদস্য সচিব জাকির হোসেন, মৎস্যজীবি দলের আহ্বায়ক আব্দুল কাদের, সদস্য সচিব আমিরুল ইসলাম সহ বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের শতাধিক নেতাকর্মী।

১৭ এপ্রিল ঐতিহাসিক যে সরকার শপথ গ্রহণ করেছিল তা আমাদের জন্য বীরত্বগাথা অধ্যায়

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুক-ই আজম বীর প্রতীক বলেছেন, ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল এই আম্রকাননে ঐতিহাসিক যে সরকার শপথ গ্রহণ করেছিল তা আমাদের জন্য বীরত্বগাথা অধ্যায়। আমরা গতকালে ফিরে যেতে পারব না। ইতিহাসের উপর কোন কিছু আরোপ করা যায় না। এখানে যে সরকার গঠন করা হয়েছিল সেই বিষয়টি অমলিন হয়ে থাকবে।

ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস পালন উপলক্ষে আজ ১৭ এপ্রিল বৃহস্পতিবার সকালে সূর্যদয়ের সময় মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলি শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসকল কথা বলেন।

তিনি বলেন, অস্থায়ী সরকারের শপথ গ্রহন জাতীর জন্য একটা গৌরব উজ্জল অধ্যায়। এটা অমলিন থাক। আমরা যেন এটাকে সারাজীবন বরণ এবং উদযাপন করতে পারি। এটা মেহেরপুর, বৈদ্যনাথতলা এবং এই অঞ্চলকে ধন্য করেছে। যারা সত্যিকারের মুক্তিযোদ্ধা আছে তারা প্রতিনিয়তই এটাতে বিব্রতবোধ করেন। যারা মুক্তিযুদ্ধ না করেও নিজেদেরকে মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে পরিচিত করাচ্ছেন তাদের ক্ষেত্রে অনেক উদ্যেগ আমরা ইতিমধ্যে গ্রহন করেছি। কিছু বিষয় আছে, যে বিষয়গুলো আদালতের রায়ের অপেক্ষায় আছি আমরা। আদালতে অনেকেগুলো মামলা আছে। আমরা চেষ্টা করছি মামলাগুলো নিষ্পত্তি করা। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি কমপ্লেক্স এর উন্নয়নের বিষয়ে আরও বলেন, এখানে যা কিছু করা হবে তা ঐতিহাসিক বস্তুনিষ্ঠতার নিরিখেই করা হবে। এর বাইরে কোন কিছু আরোপিত করা হবে না। কোন কিছুর সত্যতার ইতিহাস মোচনও হবে না।

ঐতিহাসিক ১৭ এপ্রিলের প্রথম সরকারের শপথ অনুষ্ঠানটি পালন উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সূর্যোদয়ের সাথে সাথে বৈদ্যনাথতলা আমবাগানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, গার্ড অব অনার গ্রহণ এবং স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেনে উপদেষ্টা। একই সঙ্গে মুজিবনগর সৃতিসৌধে

পতাকা উত্তোলন করেন স্থানীয় প্রশাসন।

এ সময় মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক উপদেষ্টাকে গার্ড অব অনার প্রদান করেন পুলিশ পরিদর্শক (আর আই) আফজাল হোসেনের নেতৃত্বে পুলিশ, বিজিবি ও আনসার সদস্যের একটি টিম।

পতাকা উত্তোলন শেষে ১৯৭১ সালে অস্থায়ী সরকার গঠনকালে গার্ড অব অনার প্রদানকারী জীবিত ২ আনাসার সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আজিমদ্দীন এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজ উদ্দিন কে সন্মাননা ক্রেষ্ট তুলে দেন মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক উপদেষ্টা।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন,মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক উপদেষ্টার একান্ত সচি তথ্য ও লেঃ কর্নেল(অব:)আব্দুল গাফ্ফার, তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্ত এনায়েত হোসেন, সহকারী একান্ত সচিব আমিরুল ইসলাম, মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের সচিব ইসরাত জাহান, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার(সার্বিক) শওকত হোসেন, মেহেরপুর জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ ও পুলিশ সুপার মাকসুদা আক্তার খানম, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডলসহ প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ।

পুষ্পার্ঘ অর্পণ শেষে মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক উপদেষ্টা মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি কমপ্লেক্স এবং আমবাগানের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করেন।

মেহেরপুরের শ্যামপুর ইউনিয়নে বিএনপি’র ঐতিহাসিক জনসভা

মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যোগে ঐতিহাসিক জনসভার আয়োজন করা হয়। বৃহস্পতিবার বিকেলে শ্যামপুর ক্লাব বাজারে এই ঐতিহাসিক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

শ্যামপুর ইউনিয়ন বিএনপির অন্যতম নেতা মোফাজ্জেল হোসেনের সভাপতিত্বে মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহবায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন

বলেন এই বিএনপি আপনাদের বিএনপি, জনগণের বিএনপি, জাভেদ মাসুদ মিলটনের বিএনপি নয়, সুতরাং আপনাদের সিদ্ধান্ত আপনাদের কেই নিতে হবে, আগামী দিনের বিএনপি কিভাবে চলবে মেহেরপুর জেলাতে, আজকে আপনাদের সামনে আমি বার্তা দিতে এসেছি, আমি আপনাদের সামনে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলাম জননেতা জনাব তারেক রহমান যে আস্থা এবং বিশ্বাস নিয়ে আমাদেরকে আপনাদের সামনে পাঠিয়েছে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলাম সেই আস্থার বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় ঘটবে না । গ্রাম থেকে শুরু করে জেলা পর্যন্ত প্রত্যেকটি নেতা নির্বাচন করবেন আপনারা।

এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান ও যুগ্ম আহবায়ক ফয়েজ মোহাম্মদ।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়ার সহ-সভাপতি ইলিয়াস হোসেন, সাবেক সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু, সহ-সভাপতি আনছা-উল -হক, হাফিজুর রহমান হাফি, ওমর ফারুক লিটন, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক রুমানা আহমেদ, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেনন, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকাবিল্লাহ, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাউসার আলী, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক আজমল হোসেন মিন্টু, জেলা যুবদলের সহ সভাপতি আনিসুল হক লাভলু, জেলা যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুল হক, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট মীর আলমগীর ইকবাল (আলম), জেলা যুবদলের আইন বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সহ-সভাপতি ফিরোজুর রহমান, জেলা যুবদলের সদস্য মেহেদী হাসান রোলেক্স, জেলা জিয়া মঞ্চের সদস্য সচিব মনিরুল ইসলাম মনি, জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহবুব সানি, আব্দুল লতিফ, মোশিউল আলম দিপু, নাহিদ আহম্মেদ সহ জেলা বিএনপি’র অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ মানুষেরা উপস্থিত ছিলেন।

ঐতিহাসিক জনসভায় সঞ্চালনা করেন মেহেরপুর সদর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব ইলিয়াস হোসেন, এ সময় স্বাগত বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর সদর উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক সহিদুল ইসলাম।

মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যোগে ঐতিহাসিক জনসভায় শ্যামপুর ইউনিয়ন বিএনপির নেতা আব্দুল হাশেমের নেতৃত্বে বিশাল একটা মিছিল নিয়ে উপস্থিত হন।

ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস পালন

মেহেরপুরে নানা আয়োজনের ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস পালন করা হয়েছে। তবে কেন্দ্রীয় নেতাদের আসার আগেই অনুষ্ঠান শুরু ও জনসভায় লোকসমাগম কম থাকায় সমালোচনা সৃষ্টি হয়।

আজ বুধবার সকালে সূর্যোদয়েরর সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে দিবসের কর্মসূচি হয়।

সকাল ৯টার দিকে মুজিবনগর আম্রকাননের শেখ হাসিনা মঞ্চে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও জেলা প্রশাসনের আয়োজনে দিবসটি উপলক্ষে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাসিম এমপির সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন প্রেসিডিয়াম সদস্য কাজী জাফর উল্লাহ। খুলনা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক বিএম মোজাম্মেল হকের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন, প্রেসিডিয়াম সদস্য এ এইচ এম খায়রুজ্জামান, সিমিন হোসেন রিমি, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক, সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম কামাল হোসেন এমপি, আফজাল হোসেন, সদস্য গ্লোরিয়া সরকার ঝর্ণা, নির্মল কুমার চ্যাটার্জি, ফরহাদ হোসেন এমপি, মুন্নুজান সুফিয়ান, এম এ খালেক, এস এম নাজমুল হক সাগর এমপি।

জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য কাজী জাফর উল্লাহ বলেন, ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে শপথ অনুষ্ঠানের পর থেকেই বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির বিষয়টি রুপলাভ করে।

সভাপতির বক্তব্যে আ ফ ম বাহা উদ্দিন নাসিম বলেন, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ ও সোনার বাংলা বিনির্মাণের প্রশ্নে যেখানেই বাধা আসবে সেখানেই প্রতিহত করা হবে। এই হোক মুজিবনগর দিবসের শপথ।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেন, মুজিবনগরকে আন্তর্জাতিক মানের মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণন করা হয়েছে। যাতে করে মানুষ মুক্তিযুদ্ধের পূর্বের ২৩ বছরের আন্দোলন সংগ্রামের ইতিহাস জানতে পারে, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারে। আমরা অচিরেই এই স্মৃতিকেন্দ্র গড়ে তুলবো।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ এমপি বলেন, কোন মেজরের হুইসেলে আমাদের স্বাধীনতা আসেনি। জিয়া ক্ষমতায় আসার পর কুখ্যাত রাজাকারদের রাজনীতি করার অধিকার নিম্ছিত করে। দালালি ◌াআইন বাতিল করে। পাকিস্তানি এজেন্টদের বিতারিত করে এদেশে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সোনার বাংলারদশ গবড় তুলবো ইনশাআল্লাহ।

আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান বলেন, আমার ও সিমিনের এই দিনটিতে অন্যরকম অনুভুতির সৃষ্টি হয়। আমাদের বাবারা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে অত্যন্ত সাহসিকতার সহিত মুজিবনগরে প্রথম সরকারের শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছিলেন।

কেন্দ্রীয় নেতারা সমাবেশ স্থলে পৌছানোর আগেই মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক ও জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে অনুষ্ঠান শুরু করেন। পরে গার্ড অব অনার প্রদান ও জাতীয় পতাকা উত্তোলণ শেষে কেন্দ্রীয় নেতারা সেখানে পৌছালে একটি বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। জরনসভা শেষে কেন্দ্রীয় নেতারা স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।

এ বিষয়ে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ বলেন, সমন্বয় না করার কারণে এমনটি হয়েছে। এ ধরণের একটি অনুষ্ঠানের সমন্বয় না করা অনুষ্ঠান শুরু করা হয়েছে, যেটা করা ঠিক হয়নি।

এদিকে, ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবসের অনুষ্ঠানের জনসভায় জনশুণ্য দেখা গেছে। যেখানে প্রতিবছর মুজিবনগর দিবস লোকারণ্য হলেও এবার তেমন লোকজন দেখা যায়নি। অধিকাংশ চেয়ার ফাঁকা ছিল।

তরিকুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তি জানান, এবারের মুজিবনগর দিবসেই কেবল মানুষ দেখতি পাচ্ছি না। যা আছে সবই সরকারি কর্মকর্তা- কর্মচারীদের দিয়ে ঘেরা।

মেহেরপুরে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ পালিত

মেহেরপুরে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ ২০২৪ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলির আয়োজন করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৭ই মার্চ) সকাল সাড়ে নয়টার দিকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গনে যথাযথ মর্যাদায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্প মাল্য অর্পণ করেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক (ভারপ্রাপ্ত) মোঃ শামীম হোসেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মোঃ কামরুল আহসান, প্রশাসনিক কর্মকর্তা মো: মাহাফুজ জামান, সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ সাজেদুল ইসলাম,সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ আবীর হোসেন, পিপি পল্লব ভট্টাচার্য,সদর উপজেলা চেয়ারম্যান লতিফুন্নেছা লতা,পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন,জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড.ইব্রাহিম শাহিন ও মুক্তিযোদ্ধাগণ।

এ সময় মেহেরপুর সিভিল সার্জন, মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক, গণপূর্ত বিভাগ, আনছার ও ভিডিপি মেহেরপুর,এলজিডি মেহেরপুর, মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর মেহেরপুর, মেহেরপুর জেলা শিক্ষা অফিস, মেহেরপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী অধিদপ্তর, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, মেহেরপুর জেলা তথ্য অফিস, মেহেরপুর জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদ সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অফিসের বিভিন্ন কর্মকর্তা-

কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

ঐতিহাসিক মুজিবনগরকে পৌরসভার দাবীতে স্বারকলিপি প্রদান

ঐতিহাসিক মুজিবনগরকে পৌরসভার দাবীতে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রীকে স্বারকলিপি দিয়েছে বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জেমস স্বপন মল্লিক বাবু।

রবিবার এলজিআরডি মন্ত্রী মো: তাজুল ইসলামের হাতে স্বারকলিপি তুলে দেন জেমস স্বপন মল্লিক বাবু।

জেমস স্বপন মল্লিক বাবু তার আবেদন লেখেন, স্বাধীনতার সূতিকাগার ঐতিহাসিক মুজিবনগর। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্র গঠণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। মুজিবনগর বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী। অথচ, আজো এই স্থানটি বাগোয়ান ইউনিয়নের আওতায় রয়েছে। বর্তমান সরকার যতবার ক্ষমতায় এসেছে ততবারই এই স্থানটির উন্নয়ন করেছে।অবকাঠামো থেকে শুরু করে জনমুখীকার্যক্রম ও নানাবিধ চাহিদা পুরুণ করেছে। তাই মুজিবনগর বাসির প্রাণের দাবী এই ঐতিহাসিক স্থানটিকে পৌরসভা ঘোষণা করে এটি আরো উচ্চমাত্রায় পৌছে দেবে।

এই স্থানটি বর্তমানে বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের আওতায় রয়েছে। বর্তমান এর ভোটার সংখ্যা ৩২ হাজারের বেশী। মুজিবনগরে প্রতিদিন প্রচুর পরিমান দেশী/বিদেশী পর্যটক আসছেন। বিভিন্ন যানবাহনে করে পিকনিককরতে আসেন। এখানে ব্যক্তি পর্যায়ে ভিন্ন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকারখানা গড়ে উঠেছে।

বিশাল আয়তনের মুজিবনগর কমপ্লেক, পিকনিকস্পট, উপজেলা পরিষদ, থানা ও দুইটি হাট, সরকারি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দুই টি মহিলা কলেজ, পলি টেকনিক্যাল কলেজ, বাসস্ট্যান্ড, কেদারগঞ্জ বাজার, পরিনস্কার পরিচ্ছন্নত, আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জল, আলোয় আলোকিত রাস্তা ঘাটের উন্নয়ন, শিক্ষা, প্রাথমিক চিকিৎসাকৃষি উন্নয়ন ও